সাদাকা ও সাদাকায়ে জারিয়া

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

- صدقةُ- সদাকাতুন, আরবি শব্দ। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে- দান।

আর এ দান প্রধানত: দুই প্রকার,

এক. ওয়াজিব যা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক।

দুই. নফল সদকা যা বাধ্যতামূলক নয় তবে অনেক সাওয়াবের কাজ।

এক. ওয়াজিব যা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক।

এই শ্রেণীর দানগুলো সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই প্রদান করতে হয়। বিত্তশালী ও ধনীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(ক) নিসাবের মালিক (শরী'আত নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক) হলে প্রতি বছর অর্থের যাকাত ও শস্যাদির ওশর প্রদান করা।

(খ) সামর্থ্য থাকলে - ইমামদের কারো কারো মতে - প্রতি বছর কুরবানী করা।

ধনী দরিদ্র সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এবং এগুলোও পূর্বোক্ত দানের ন্যায় একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করতে হয়।

(গ) রমযানে সাওম পালন শেষে ফিতরা প্রদান করা।

(ঘ) নযর বা মানত পূর্ণ করা

দুই. নফল সদকা যা বাধ্যতামূলক নয় তবে অনেক সাওয়াবের কাজ।

নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎপথে ব্যয় করা।

وَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا
وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ
اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۙ﴿۶۰﴾

আর তারা যা কিছু দান
করে এভাবে দান করে
যে, তাদের হৃদয়
ভীতকম্পিত থাকে
(একথা ভেবে) যে,
তারা তাদের রবের
নিকটে ফিরে যাবে।'

সূরা মুমিনূন : ৬০

- মহান আল্লাহ প্রকৃত মুমিনের চরিত্র উল্লেখ করেছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

সন্দেহ নেই, মুমিন তো তারাই, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রভূর ওপর ভরসা করে; যারা যথারীতি নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। -সূরা আনফাল : ২-৪

আল্লাহ তা‘আলা সাদাকার মাধ্যমে পবিত্র করার কথা উল্লেখ করে বলেন, “(হে নবী!) তুমি তাদের সম্পদ থেকে সদকা-খয়রাত নিয়ে তাদেরকে পাক ও পবিত্র করো এবং তাদের জন্য দো‘আ করো। নিশ্চয় তোমার দো‘আ তাদের জন্য শান্তিস্বরূপ। আল্লাহ তা‘আলা তো সবই শোনেন এবং সবই জানেন। তারা কি এ ব্যাপারে অবগত নয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাওবা কবুলকারী অতীব দয়ালু”। সূরা আত-তাওবা: ১০৩-১০

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,
‘মানুষ বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পদই শুধু তার।
১। যা খেয়ে শেষ করেছে, ২। যা পরিধান করে নষ্ট করেছে, এবং ৩। যা দান করে জমা করেছে, তাই শুধু তার। আর অবশিষ্ট সম্পদ সে ছেড়ে যাবে। মানুষ তা নিয়ে যাবে।’ (সহীহ মুসলিম)

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
“আমাকে বলা হয়েছে যে, আমলগুলো পরস্পর গর্ব করবে। তখন সদকা বলবে, আমি তোমাদের সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ”।
সহীহুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব: ৮৭৮

সাদাকা বলতে কি বুঝায়? যাকাত ও সাদাকার মধ্যে পার্থক্য কি?

‘সাদাকা’ শব্দটির সাধারণ বাংলা অর্থ হল ‘দান’। জুরজানী বলেন: পারিভাষিক অর্থে সাদাকা বলা হয়, এমন দানকে যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সওয়াব আশা করা হয়।

[আত্ তা’রীফাত/১৩৭]

তবে শরীয়তে দান সাধারণত: দুই ভাগে বিভক্ত; একটি এমন দান যা বিশেষ কিছু শর্তে মুসলিম ব্যক্তির বিশেষ কিছু সম্পদে ফরয হয়, যা থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করা তার উপর অপরিহার্য হয়। এমন দানকে বলা হয় যাকাত।

আর অন্য দানটি এমন যে, মুসলিম ব্যক্তিকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু তার উপর অপরিহার্য করা হয়নি। এমন দানকে বলা হয় সাদাকা। তবে শরীয়ার ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে ফরয যাকাতকেও সাদাকা বলার প্রচলন আছে।

যাকাত ও সাদাকার মধ্যে পার্থক্য:

১-ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু জিনিসে যাকাত জরুরি করেছে, তা হল: স্বর্ণ-রৌপ্য, খাদ্যশস্য, ব্যবসার সামগ্রী এবং চতুষ্পদ পশু –উট, গরু এবং ছাগল-। কিন্তু সাদাকা বিশেষ কিছুতে সীমাবদ্ধ নয়; মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে তা দিতে পারে।

২-যাকাতের কিছু শর্ত রয়েছে, তা বিদ্যমান থাকলেই যাকাত জরুরি হয়। যেমন এক বছর অতিক্রম করা, নিসাব পরিমাণ হওয়া এবং বিশেষ পরিমাণে তা বের করা। কিন্তু সাদাকার এমন কোনও শর্ত নেই, তা যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও পরিমাণে দেওয়া বৈধ।

৩- আল্লাহ তায়ালা যাকাতের খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাই যাকাত কেবল তাদেরই দিতে হবে। আর তারা হচ্ছেন যথাক্রমে: ফকীর, মিসকিন, যাকাত উসুল কারী কর্মচারী, যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য (যেমন ইসলামে আগ্রহী কিংবা নওমুসলিম), দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, জিহাদ এবং মুসাফির। [সূরা তাওবা/৬০] কিন্তু সাদাকা বর্ণিত উপরোক্তদেরও দেওয়া বৈধ এবং এছাড়া অন্যদেরও।

৪-যাকাত জরুরি ছিল এমন ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিশদের উপর জরুরি হয় যে, তারা তার সম্পদ বণ্টনের পূর্বে সেই সম্পদ থেকে প্রথমে যাকাতের অংশ বের করবে অতঃপর বাকী সম্পদ বণ্টন করবে কিন্তু তাদের উপর সাদাকা স্বরূপ কিছু বের করা জরুরি হয় না।

৫-যাকাত আদায় না কারীর জন্য শাস্তির বর্ণনা এসেছে। (সহীহ মুসলিম নং ৯৮৭) কিন্তু সাদাকা বর্জনকারীর শাস্তির কথা উল্লেখ হয় নি।

৬-ইমাম চতুষ্টয়ের ফতোয়ানুযায়ী যাকাত উসুল ও ফুরূকে (মূল ও গৌণদের) দেওয়া নিষেধ। মীরাছের অধ্যায়ে কোনও ব্যক্তির উসুল বলতে তার মাতা, পিতা, দাদা ও দাদীদেরকে বুঝায় এবং ফুরূ বলতে নিজের সন্তান ও সন্তানদের সন্তানকে বুঝায়। কিন্তু সাদাকা উসুল ও ফুরূ সকলকে দেওয়া বৈধ।

৭-যাকাত ধনী এবং শক্তিশালী রোজগারকারী ব্যক্তিকে দেওয়া নিষেধ। (আবু দাউদ নং ১৬৩৩, নাসাঈ, নং ২৫৯৮) কিন্তু সাদাকা তাদেরও দেওয়া বৈধ।

৮-কাফের মুশরিককে যাকাত দেওয়া অবৈধ কিন্তু সাদাকা তাদেরও দেওয়া যায়। (সূরা দাহরের ৮ নং আয়াতের তফসীরে ইমাম কুরতুবীর তফসীর দ্রষ্টব্য)।

৯-যাকাত নিজ স্ত্রীকে দেওয়া অবৈধ। ইবনুল মুনযির এ সম্পর্কে ঐক্যমত্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাদাকা নিজ স্ত্রীকেও দেওয়া বৈধ... ইত্যাদি পার্থক্য প্রমাণিত। ----------

সদাকা ও যাকাত: পার্থক্য ও ফযীলত
আব্দুর রাক্বীব (বুখারী-মাদানী); দাঈ, দাওয়াহ সেন্টার, খাফজী, সউদী আরব
সম্পাদনায়: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

যাকাত ও সাদাকার মধ্যে পার্থক্য

যাকাত কারা পাবেঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: 60]

“নিশ্চয় সদকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, (তা আরও বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়”।[সূরা আত-তাওবাহ: ৬০]

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা যাকাতের হকদার আট প্রকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

যাকাত এই আট খাতে বর্নিত গ্রুপের হক্ব বা পাওনা। এর বাইরে অন্য কোন খাতে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না, পুনরায় যাকাত দিতে হবে।

অন্য কোন কল্যান খাতের জন্য দান বা সাদাকার অর্থ ব্যবহার করবেন কিন্তু যাকাত আট খাতের বাইরে দেয়া যাবে না।

যাকাত বের করার সময় অন্তরে নিয়ত করা ওয়াজিব:

নিজের সম্পদ থেকে যাকাত বের করার নিয়ত করবে, সে নিজে বের করুক বা তার উকিল বের করুক।

নফল সদকার হুকুম

নফল সদকা সবসময় দেয়া উত্তম। বিশেষ করে যখন প্রয়োজন দেখা দেয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً

কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন? [সূরা আল বাকারা:২৪৫]

আবু হুরায়রা বাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করে - আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করেন না - আল্লাহ তাআলা তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন এরপর তিনি তা লালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন করে, এমনকি একসময় সে সদকা পাহাড়তুল্য হয়ে যায়।’ (বুখারী ও মুসলিম)

সাদাকা সাদাকারীর সঠিক ঈমানের প্রমাণ:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:“সাদাকা হচ্ছে প্রমাণ”।

মুসলিম, স্বহীহ আল জামিঃ ৩৯৫৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সদকা পাপ নিভিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুন নেভায়।’ (তিরমিযী)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দু’বার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদকা করার সমতুল্য’। ইবনে মাজাহঃ ২৪৩০

রাসূল সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে। তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে। বুখারীঃ ২৬০৬

সাদাকার উপকারিতাঃ১

প্রথমত: ব্যক্তিগত উপকারিতা

১) আত্মার পরিশুদ্ধি।

ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন:

তাদের সম্পদ থেকে সদকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। [সূরা তাওবা:১০৩]

সাদাকা অন্তরের নিষ্ঠুরতার চিকিৎসা:

একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন: "ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনদের খাদ্য দান করো"। [আহমদঃ৭৫৬৬, হাসান স্বহীহ আল জামি নং ১৪১০]

২ - নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণঃ

কেননা তাঁর একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ ছিল দান-খয়রাত করা। আর তিনি এমন দান করতেন যারপর আর দারিদ্র্যের ভয় থাকত না। তিনি বিলাল রাযি. কে বলেছেন, 'হে বিলাল তুমি সদকা করো, আরশের মালিক তোমার সম্পদ কমিয়ে দেবেন এ আশঙ্কা করোনা।'(বর্ণনায় বাযযার) সাদাকা করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৈশিষ্ট: ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন এবং তাঁর দানশীলতা আরও বৃদ্ধি পেত,যখন রামাযান মাসে ফেরেশতা জিবরীল তাঁর সাথে সাক্ষাত করত"। [বুখারীঃ (৬) মুসলিম]

৩। দান জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একটুকরো খেজুর দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো।" (সহিহুল বুখারী, হাদিস নং ১৩২৮)

৪। দানকারী নগদ প্রতিদান পায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "প্রতিদিন আকাশ থেকে দুইজন ফেরেশতা নেমে আসেন। একজন বলেন, হে আল্লাহ ,(আজকের দিনের) দানকারীকে তার প্রতিদান দাও। আর অপরজন বলে হে আল্লাহ, কৃপণ লোককে শীঘ্রই ধংস করো।" (সহিহুল বুখারী, হাদিস নং ১৩৫১)

৫। দান করলে, আল্লাহও দান করবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মহান আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি খরচ করো, তাহলে তোমার প্রতিও খরচ করা হবে।" (সহিহুল বুখারী, হাদিস নং ৪৯৩৩) 'তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের উপর কোনরূপ অবিচার করা হবে না।' (বাকারা ২৭২)

সাদাকার উপকারিতাঃ ২

৬। সাদাকা- সর্বোত্তম আমল।

“কোনো এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, ইসলামের কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কাউকে খাবার খাওয়ানো ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া। ” (সহিহুল বুখারীঃ ১১)

৭। দানকারীর হাত উত্তম হাত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ খরচ করো তাহলে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তা ধরে রাখো, তাহলে সেটা তোমার জন্য অনিষ্টকর। তোমার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ যথেষ্ট তা ধরে রাখাতে তোমার জন্য কোনো তিরষ্কার নেই। আর দান শুরু করবে তোমার নিকটাত্মীয়দের থেকে। উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৪৩৫)

৮। দানে সম্পদ বাড়বেই বাড়বে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সাদাকাহ করলে সম্পদ কমেনা।” (সহিহ মুসলিমঃ ৬৭৫৭)

যে ব্যক্তি তার হালাল উপর্জন থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে- বলা বাহুল্য মহান আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেননা। আল্লাহ তার সেই দান ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সেই দানকে তার দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন। যেরুপ তোমাদের কেউ তার ঘোড়াকে লালন পালন করতে থাকে। অবশেষে তা একদিন পহাড় সমতূল্য হয়ে যায়।”(সহিহুল বুখারী, ১৩২১)

৯। দানকারীকে গায়েবী সাহায্য করেন আল্লাহ তায়ালা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “একদা এক লোক পানিহীন এক প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল। ‘অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো’। এটা শুনে মেঘ খন্ডটি একদিকে এগিয়ে গেল। এবং পাথরময় ভুখন্ডে পানি বর্ষণ করতে লাগলো। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হলো। এমনকি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে ফেললো। লোকটি সেই পানির পিছনে পিছনে যেতে লাগলো। এমন সময় সে দেখতে পেল, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিক সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ ব্যক্তিকে বললো, হে আল্লাহর বান্দা আপনার নাম কী? সে বললো, আমার নাম অমুক। অর্থাৎ ঐ নামই বললো যা সে মেঘে থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বললো, হে আল্লাহর বান্দা আমার নাম তুমি কেন জানতে চাইছো? যে মেঘ থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে তা থেকে আমি তোমার নাম শুনতে পেয়েছিলাম। ঐ আওয়াজ ছিল এই যে ‘অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ করো’। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। আচ্ছা আপনি এ বাগানে এমন কী আমল করেছেন? (যার কারণে মেঘ থেকে আপনার বলা হলো) সে বললো, আপনি যেহেতু জানতে চাচ্ছেন, তাহলে শুনুন। এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আরেক তৃতীযাংশ আমি ও আমার পরিবার খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুণরায় এতে লাগিয়ে দেই “ (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭৬৬৪)

প্রকৃতপক্ষে যা খরচ হয় তাই বাকি থাকে। একবার রাসুলুল্লাাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারে একটি বকরী জবাই করা হলো। (এবং তা থেকে মুসাফির মেহমানদের খাওয়ানো হলো) অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে বললেন: বকরীর কতটুকু অংশ বাকি আছে? তিনি জবাবে বললেন, একটি বাহু ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (প্রকৃতপক্ষে) এর সবই অবশিষ্ট আছে শুধু এই বাহু ছাড়া।(তিরমিযি, হাদিস নং ২৪৭০ শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন হাদিসটি সহিহ

সাদাকার উপকারিতাঃ ৩

১০। মুমিনের ছায়া হবে তার দান সাদাকাহ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান সাদাকাহ।” (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮০৪৩ শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন হাদিসটি সহিহ) অন্য হাদীসে সাত প্রকারের লোক আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে বলে উল্লেখ হয়েছে, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সে যে, “গোপনে এমন ভাবে সাদাকা করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে তার বাম হাত জানতে পারে না। [বুখারী, (১৪২৩) মুসলিম(১০৩১)

১১। বেচা- কেনার ভুল থেকে সম্পদকে পবিত্র করা।

কায়েস ইবনে আবি গারাযা রযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমাদেরকে দালাল বলা হতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং এর থেকেও উত্তম নামে আমাদেরকে সম্বোধন করলেন। তিনি বললেন, ‘হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, নিশ্চয় ব্যবসায় অহেতুক কথা ও কসম এসে যায়, অতঃপর তোমরা তা সদকা দ্বারা মিশ্রিত করো [অর্থাৎ তার কাফফরা প্রদান করো]’(বর্ণনায় আবু দাউদ)

১২। সাদাকা রোগ থেকে আরোগ্যে পাওয়ার কারণ:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:“সাদাকার মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা করো”। [স্বাহীহ আল জামি, শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন]

১৩। মৃত্যুর পর সদকায়ে জারিয়ার দ্বারা মুসলমানের উপকার লাভ

আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমাল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিন প্রকার ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া অথবা এমন ইলম যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় অথবা সৎ সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।’(বর্ণনায় মুসলিম)

১৪। সাদাকা আল্লাহর ভালবাসার কারণ:

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:“আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় সৎ কাজ হচ্ছে,
মুসলিম ব্যক্তিকে খুশী করা কিংবা তার কষ্ট দূর করা কিংবা তার ক্ষুধা নিবারণ করা কিংবা তার ঋণ পরিশোধ করা”। [স্বহীহুত তারগীব ওয়াত্ তারহীব]

১৫। দুনিয়ার সমস্যা বা কঠিন বিষয় সহজ হয়ে যাবে

”যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তার দু’নিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় সহজ করে দিবেন।” (মুসলিম)
আবু উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
“ভালো কাজ তথা সদকা-খয়রাত সদকাকারীকে সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে”। সহীহুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ৮৮৯

পরিবারে খরচ করাও এক প্রকারের সাদাকাহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন কোনো মুসলিম সওয়াবের আশায় তার পরিবারের প্রতি খরচ করে, তখন সেটাও সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হয়।” (সহিহুল বুখারী, হাদিস নং ৪৯৩২

সাদাকায়ে জারিয়াঃ

সদকায়ে জারিয়া হলো— ঐ দান ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও যেই দানের সওয়াব অব্যাহত থাকে।

পক্ষান্তরে যে সদকার সওয়াব অব্যাহত থাকে না; উদাহরণস্বরূপ গরীবদেরকে খাওয়ানো সেটি সদাকায়ে জারিয়া নয়।

সদকায়ে জারিয়া হলো: ওয়াক্‌ফ। আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে সেটাই উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল স্থগিত হয়ে যায়; কেবল তিনটি আমল ছাড়া: সদাকায়ে জারিয়া, কিংবা এমন জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় কিংবা এমন সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।[সহিহ মুসলিম (১৬৩১)]

ইমাম নববী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:

“সদকায়ে জারিয়া হলো— ওয়াক্‌ফ”।[সমাপ্ত][শারহু মুসলিম (১১/৮৫)]

আল-খাত্বীব আশ্-শারবিনী বলেন:

“সদাকায়ে জারিয়াকে আলেমগণ ওয়াক্‌ফ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন; যেমনটি বলেছেন রাফেয়ী। ওয়াক্‌ফ ছাড়া অন্যান্য দানগুলো জারী বা চলমান নয়”।[মুগনিল মুহতাজ (৩/৫২২-৫২৩)]

নবী সা. বলেন

“যে ব্যক্তি ইসলামে কোন সুন্নত চালু করল সে ব্যক্তি এই সুন্নাত চালু করার বিনিময়ে সওয়াব পাবে এবং তার মারা যাওয়ার পর যত মানুষ উক্ত সুন্নাতের উপর আমল করবে তাদেরও সওয়াব সে পেতে থাকবে। অথচ যারা আমল করবে তাদের সওয়াব কিছুই হ্রাস করা হবে না। ”সহীহ মুসলিম: ১০১৭

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নিশ্চয় মুমিনের মৃত্যুর পর যে আমল ও যে নেকী তার কাছে পৌঁছে সেটা হলো এমন ইল্‌ম যা সে শিখিয়ে গেছে কিংবা প্রচার করে গেছে, কোন নেক সন্তান রেখে গেছে, কোন মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) রেখে গেছে কিংবা কোন মসজিদ বানিয়ে গেছে কিংবা মুসাফিরের জন্য কোন ঘর বানিয়ে গেছে কিংবা কোন নদী খনন করে গেছে কিংবা তার সুস্থতাকালে ও জীবদ্দশায় নিজের সম্পদ থেকে কোন সদকা করে গেছে তার মৃত্যুর পরেও যা তার কাছে পৌঁছে।

[সুনানে ইবনে মাজাহ (২৪২); মুনযিরি ‘আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব’ গ্রন্থে (১/৭৮) বলেন: এর সনদ হাসান। আলবানী হাদিসটিকে ‘সহিহু সুনানে ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে ‘হাসান’ বলেছেন।]

- মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন দান-সদকা করা হলে মৃত ব্যক্তি তার সওয়াব লাভ করে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি নবী সা. কে বললেন,আমার পিতা-মাতা অর্থ-সম্পদ রেখে মারা গেছেন। এ ব্যাপারে তারা আমাকে কোন ওসিয়ত করে যাননি। এখন আমি তাদের উদ্দেশ্যে দান-সদকা করলে তা তাদের জন্যে কি যথেষ্ট হবে? তিনি সা. বললেন,“হ্যাঁ”।

উপকারী এবং স্থায়ী দান কয়েক প্রকার: (বিভিন্ন প্রকার সদকায়ে জারিয়ার উদাহরন

১) পানির ব্যবস্থা করা (বিশুদ্ধ পানির জন্য ফিল্টার দিতে পারেন)

২) এতিমের/ বিধবার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা

৩) অসহায় মানুষের বাসস্থান/কর্ম সংস্থান তৈরি করা

৪) গরীব তালিবে ইলমকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। কুর'আনের হাফেজ হতে সহায়তা করা।

৫) দাতব্য চিকিৎসালয় বা হাসপাতাল নির্মান, একটি হুইল চেয়ার বা বেড বা চেয়ার দান কর

৬) মসজিদ নির্মান। মসজিদে ফ্যান,বই, ইত্যাদি হাদিয়া হিসেবে দেয়া।

৭। জ্ঞান অর্জনের জন্য সঠিক বই হাদিয়া দেয়া (বেসিক জ্ঞানের জন্য সহিহ ঈমান, সালাত, অজু, গোসল ফরয ওয়াজিব, শিরক বিদয়াত ইত্যাদি)

৮। রক্ত দান করা/ চিকিৎসায় সহযোগীতা করা

৯। ফলদায়ক গাছ লাগানো (আপনি দূরে কোথাও সফরে যাচ্ছেন, রাস্তার পাশের পড়ে থাকা জমিতে ফলের বীজ ছিটিয়ে দিতে পারেন)

১০। কল্যানমূলক কাজ যা মানুষের মৌলিক চাহিদাকে পূর্ণ করে সেটা শরীয়ত মুতাবিক ব্যবস্থা করে দেয়া।

১১। কল্যানমূলক জ্ঞান বিতরন ও পাঠাগার গঠন করে দেয়া।

জীবিত মানুষের পক্ষ থেকে মৃত মানুষের নিকট সওয়াব পৌঁছানোর ব্যাপারে উপরোল্লোখিত হাদীস সমূহ দ্বারা আমাদের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

আল্লামা আলবানী (রাহ:) কর্তৃক রচিত সহীহুত তারগীব ওয়াত্ তারহীব:৭৩

দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়া

নদী-নালায় পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করা,

কুপ খনন করা,

ফলবান গাছ রোপন করা,

মসজিদ তৈরী করা,

কুরআনের উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া অথবা

এমন সুসন্তান রেখে যাওয়া যে তার মারা যাওয়ার পরও তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমার জন্য দু'আ করে।

জীবিত মুসলিমগণ মৃত মানুষের জন্য দু'আ ও ইস্তেগফার করলে তাদের নিকট এর সওয়াব পৌঁছে।
কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ
"যারা তাদের পরবর্তীতে আগমণ করেছে (অর্থাৎ পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে) তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যে সকল ঈমানদার ভাই অতিবাহিত হয়ে গেছেন তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ বদ্ধমূল রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি তো পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান। " সূরা হাশর: ১০

সাদাকা করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালাঃ ১দান-অনুদান : (যে বিষয়গুলো লক্ষ রাখা জরুরি

মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ মাসুম)

এক. নিয়ত সহীহ হওয়া

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যার নিয়ত সে করবে।

-সহীহ বুখারী: ১; সহীহ মুসলিম: ১৯০৭

দান করতে হয় আল্লাহর জন্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তবেই এই দান পরকালে বর্ধিত হয়ে দাতার হাতে ফিরে আসে। ইরশাদ হয়েছে---

-আর যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং নিজেদের মধ্যে পরিপক্বতা আনয়নের জন্য, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম- যেমন কোনও টিলার উপর একটি বাগান রয়েছে, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল, ফলে তা দ্বিগুণ ফল জন্মাল। যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টিও (তার জন্য যথেষ্ট)। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা অতি উত্তমরূপে দেখেন। - সূরা বাকারা : ২৬৫

নিয়ত যদি সহীহ ও শুদ্ধ না হয় তখন হিতে বিপরীতও হয়ে যেতে পারে।

হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন সম্পদশালী ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাজির করে আল্লাহ তাকে যেসব নিআমতরাজি দান করেছেন, তার সামনে পেশ করা হবে। দেখে সে চিনে ফেলবে (হাঁ, এসব নিআমত দুনিয়াতে আমার কাছে ছিল।) তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এগুলোতে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে-

مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ.

যেসব খাতে দান করা আপনি পছন্দ করেন এমন প্রতিটি খাতেই আমি আপনার জন্য খরচ করেছি। তাকে ডেকে বলা হবে-

كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ، لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

তুমি মিথ্যা বলেছ! তুমি খরচ করেছ- যাতে তোমাকে দানবীর বলা হয়। তা বলা হয়ে গেছে। অতঃপর তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। তাকে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। -সহীহ মুসলিম:১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ: ৮২৭৭

সাদাকা করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালাঃ ২

দুই. হালাল অর্থ থেকে দান করা

দান করতে হয় হালাল সম্পদ থেকে। অন্যথা এই দান কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ.

হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা কিছু উৎপন্ন করেছি, তার উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ থেকে একটি অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। -সূরা বাকারা : ২৬৭

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, -আর আল্লাহ 'হালাল' ছাড়া গ্রহণ করেন না- আল্লাহ তা ডান হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা লালন-পালন করে বড় করতে থাকেন। যেমন তোমরা ঘোড়ার বাচ্চা লালন-পালন কর। একপর্যায়ে এই 'সামান্য দান' পাহাড়সম হয়ে যায়। -সহীহ বুখারী: ১৪১০; সহীহ মুসলিম:১০১৪

তিন. দান করা উচিত পছন্দের জিনিস থেকে

যা আমি দান করছি তা তো আসলে পরকালের জন্যই আল্লাহর হাতে রেখে দিচ্ছি। বীজের জন্য মানুষ ভালো ফসলটাই রেখে দেয়, যাতে নতুন করে বীজ বোনা যায়। কাজেই মুমিনেরও উচিত, হাতে থাকা সম্পদ থেকে উত্তমটাই আল্লাহর কাছে গচ্ছিত রাখা। নিজের পছন্দের জিনিসটি আল্লাহর পথে খরচ করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লার জন্য) ব্যয় করবে। -

সূরা আলে ইমরান : ৯২

সাদাকা করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালাঃ ৩

চার. সাধ্য অনুযায়ী অল্প হলেও দান করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এক টুকরো খেজুর হলেও দান করতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে- اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করো, খেজুরের এক টুকরো (পরিমাণ সদকা করে) হলেও। -সহীহ বুখারী, ১৪১৭; সহীহ মুসলিম, ১০১৬

মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, জনৈক মিসকীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। তাহার সম্মুখে তখন আঙ্গুর ছিল। আয়েশা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, একটি আঙ্গুর নিয়া ঐ মিসকীনকে দিয়া দাও। লোকটি আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিল (মাত্র একটি আঙ্গুর দিতেছেন)। আয়েশা (রাঃ) লোকটির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি আশ্চর্যবোধ করিতেছ? এই একটি আঙ্গুর কত অণু পরিমাণ হইবে বলিয়া তুমি মনে কর? মালিক ইবনু আনাস (রহঃ)- মুয়াত্তা মালিক

পাঁচ. দান করতে হয় কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে

ইসলাম আমাদের শেখায়- দান করতে হয় এমন খাতে, যেখানে দান করলে অর্থটা কোনো ভালো কাজে খরচ হয়। যার মাধ্যমে দ্বীন-শরীয়ত, ঈমান-আমল বা কোনো দ্বীনী বা মানবিক প্রয়োজন পূরণ হয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

নেকী ও আল্লাহভীতির সমস্ত কাজে সবার সাথে সহযোগীতা করো এবং গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগীতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর। -সূরা মায়িদা : ২

সাদাকা করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালাঃ ৪

ছয়. ভারসাম্য রক্ষা করে দান করা

যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন, ইতিদাল ও ভারসাম্য তার অন্যতম। ইসলাম আমাদেরকে ঈমান-আমল থেকে শুরু করে সকল কর্ম ও আচরণে ভারসাম্য শেখায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

(কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখ না, যদ্দরুন তোমাকে নিন্দাযোগে ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হবে। -সূরা ইসরা (১৭) : ২৯

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় ও জান্নাতী বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন-وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

আর ব্যয় করার সময় যারা না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তা হয় উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্যমান। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৫৭

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী হযরত সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। দুনিয়াতে থাকতেই বিশেষভাবে যে দশজন সাহাবী জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ লাভ করেছিলেন হযরত সা‘দ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বিদায় হজে¦র সময় তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মুমূর্ষু অবস্থা। নবীজী তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে যান। নবীজীকে কাছে পেয়ে হযরত সা‘দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার শারীরিক অবস্থা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে বেশ কিছু ধনসম্পদ দান করেছেন। আর সন্তান বলতে মাত্র একটি মেয়েই আমার। আমি চাচ্ছি, আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ দ্বীনের জন্য খরচ করব, আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিব। অর্থাৎ পুরো সম্পদের এক ভাগ রেখে বাকি দুই ভাগই তিনি সদকা করে দেবেন। কিন্তু নবীজী এর অনুমতি দিলেন না। অনুমতি না পেয়ে তিনি আরেকটু কম করে এজাযত চাইলেন। বললেন, তাহলে আমি অর্ধেক সম্পত্তি দান করার ওসিয়ত করি আর অর্ধেকটা রেখে দিই? নবীজী এরও অনুমতি দিলেন না। এবার তিনি আরো কম করে অনুমতি চাইলেন। বললেন, তাহলে আমার মোট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দ্বীনের জন্য ওসিয়ত করে যাই আর মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ রেখে যাই? নবীজী এখন কিছুটা সম্মত হলেন। বললেন-وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. আচ্ছা, তিন ভাগের এক ভাগ দিতে চাও! ঠিক আছে, দিতে পার। কিন্তু তিন ভাগের এক ভাগও অনেক।

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন মুমিন কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে, সেই নীতি সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন নবীজী। তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিকে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাবে আর তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে, এরচে’ অনেক উত্তম হচ্ছে তাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া। আর তুমি যে খরচই কর না কেন, তা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দান করবেন। এমনকি একটি লোকমা, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও। (সহীহ বুখারী: ৪৪০৯)

সাদাকা করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালাঃ ৫

সাত. দান গোপনে করতে পারলেই বেশি ভালো

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

যে এমনভাবে দান করে যে, ডানহাতে দান করলে বামহাতও টের পায় না। -সহীহ বুখারী:১৪২৩

তবে হাঁ, কখনো গোপনে দান করার চেয়ে প্রকাশ্যে দানের মধ্যেও নিহিত থাকে অনেক কল্যাণ। যেমন দানের মাধ্যমে অন্যদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। এটাও যে দানের একটা গুরুত্বপূর্ণ খাত, সেদিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ইত্যাদি। প্রকাশ্যে দান করা মানেই মন্দ নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.

তোমরা দান-সদকা যদি প্রকাশ্যে দাও, সেও ভালো আর যদি তা গোপনে গরীবদেরকে দান কর তবে তা তোমাদের পক্ষে কতই না শ্রেয়! –

সূরা বাকারা : ২৭১

আট. প্রকৃত হকদারকে দান করা

দান করতে হয় নিজ দায়িত্বে অভাবীদেরকে খুঁজে খুঁজে।কুরআনে কারীমে কত চমৎকারভাবে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে-

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا.

তারা যেহেতু অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারো কাছে সওয়াল করে না, তাই অনবগত লোকে তাদেরকে বিত্তবান মনে করে। তোমরা তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে। -সূরা বাকারা : ২৭৩

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-এক-দুই লোকমা খাবার বা এক-দুইটি খেজুরের জন্য যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ধরনা দেয়- অভাবী তো সে নয়; প্রকৃত অভাবী হল, যার অভাব আছে, কিন্তু তাকে দেখে তার অভাব আঁচ করা যায় না; যার ভিত্তিতে মানুষ তাকে দান করবে। আবার চক্ষুলজ্জায় সে মানুষের দুয়ারে হাতও পাততে পারে না। -সহীহ বুখারী: ১৪৭৯; সহীহ মুসলিম: ১০৩৯

সাদাকা করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালাঃ ৬

নয়. নিকটবর্তী লোকদের দান করা

দানের আরেকটি নিয়ম হল নিজের নিকটাত্মীয়দের আগে দান করা। এতে একদিকে যেমন সদাকার সওয়াব পাওয়া যায়, একইসাথে আত্মীয়তার হকও আদায় হয়ে যায়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং একে দ্বিগুণ সওয়াব লাভের মাধ্যম বলেছেন। তিনি বলেছেন-

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

মিসকীনকে দান করলে কেবল দান করার সওয়াব লাভ হয়। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দুটি সওয়াব- দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব। -জামে তিরমিযীঃ ৬৫৮; মুসনাদে আহমাদঃ ১৬২৩৩

দশ. খোঁটা বা অন্য কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে দান-অনুদান নষ্ট না করা।

দান যাকেই করা হোক, দানের পরে খোঁটা দিতে নেই। অন্যথা সেটি পরকালে দানকারীর জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। বানে ভেসে যাওয়া খড়-কুটোর মতো হারিয়ে যাবে। এককথায় ওই দানের মাধ্যমে সওয়াবের কোনো আশা করা যায় না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا.

হে মুমিনগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদাকাকে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এরকম- যেমন এক মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে আছে, অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ে এবং তা (সেই মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায় এবং) সেটিকে (পুনরায়) মসৃণ পাথর বানিয়ে দেয়। এরূপ লোক যা উপার্জন করে, তার কিছুমাত্র তারা হস্তগত করতে পারে না। সূরা বাকারা : ২৬৪

দান বা পরোপকার করে যদি খোঁটা দেয়া হয়, সেটি আমলের মধ্যে ইখলাসশূন্যতা অথবা কিছুটা হলেও কমতির দিকে ইঙ্গিত বহন করে। কারণ খোঁটা তখনই আসে যখন দান বা পরোপকারের পিছনে লুকায়িত থাকে পার্থিব কোনো স্বার্থ বা প্রাপ্তির আশা। কিন্তু সেই আশার অনুরূপ যখন ফল পাওয়া গেল না, তখন সৃষ্টি হয় এক ধরনের হতাশা ও ক্ষোভ। আর সেখান থেকেই খোঁটা দেওয়া।

খোঁটা দেওয়া দ্বারা নিজের দান-সদকা বা পরোপকারের সওয়াবই নষ্ট হয়, কেবল তা নয়; এটি কঠিন পাপও বটে, যার দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির অন্তরে আঘাত দেয়া হয়। হাদীসে প্রকৃত মুসলিম বলা হয়েছে, যার হাত ও মুখ থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।

সাদাকা করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালাঃ ৭

এগার. দান করব স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বপ্রণোদিত হয়ে

ইসলামের শিক্ষা হল, দান কর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সবসময় সর্বাবস্থায়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন-

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ.

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল (সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে...। -সূরা আলে ইমরান : ১৩৪

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, কখন দান করা উত্তম? তিনি ইরশাদ করলেন- যখন তুমি (অতি প্রয়োজন বা লোভের কারণে) মাত্রাতিরিক্ত মিতব্যয়ী বা হাড়কিপটে হও এবং সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা কর, অথবা যখন তুমি সুস্থাবস্থায় দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশা কর তখন সদকা করা। এত দেরি করো না যে, মৃত্যু এসে যায় আর তখন তুমি (ওসিয়ত করে) বলছ- আমার সম্পদগুলো অমুকের জন্য, অমুকের জন্য! অথচ (তুমি না বললেও) তা তাদের জন্য হয়েই আছে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭৬৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৭০৬

বারো. দান করতে হয় নিজের প্রয়োজনে নিজ দায়িত্বে

ইসলামের দৃষ্টিতে দান করতে হয় নিজের প্রয়োজনে। দানের মাধ্যমে গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ করা হচ্ছে- এমনটি নয় কখনো; বরং তার প্রাপ্য ও অধিকারটাই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَ الَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ.

আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত ‘হক’ (অধিকার) রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের। -সূরা মাআরিজ : ২৪-২৫

অর্থাৎ কুরআনে কারীমে একে তাদের ‘হক’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে

সুতরাং দানকারীর মানসিকতা থাকবে, দান করছি নিজের প্রয়োজনে। গ্রহীতা ‘দান’টা গ্রহণ করে কেমন যেন আমার প্রতিই এক ধরনের করুণা করল!

• কতটুকু সম্পদ দান করবে?

সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন-তারা কোন্ সম্পদ দান করবে? এ প্রশ্নটি উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন-

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلِ الْعَفْوَؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘(আল্লাহর পথে) তারা কী খরচ করবে?’ বল, ‘যা উদ্বৃত্ত। এভাবে আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর। -সূরা বাকারা (২) : ২১৯

প্রথমে নিজের এবং নিজের পরিবারস্থ প্রতিপাল্য যারা তাদের হক আদায় করো। এরপর যদি কিছু সম্পদ হাতে থেকে যায়, সেখান থেকে দান করো অভাবী-অসহায়দের, শরীক থাকো কল্যাণকর কাজে।

মনে রাখতে হবে-নফল ও ঐচ্ছিক এ দানের জন্যে কিছুতেই ফরয ও অবধারিত হক লঙ্ঘন করা যাবে না। ভারসাম্যের এ পথে যে দান, সেটাই সেরা ।

কখন দান করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান করো সেই দিন আসার আগে, যেদিন কোনো রকম বেচাকেনা, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। ’ (সুরা বাকারা : ২৫৪)

‘আমার ঈমানদার বান্দাহদের বলে দাও,তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে,গোপনে অথবা প্রকাশ্যে, সেই দিন আসার আগেই যেদিন কোন কেনা বেচার সুযোগ থাকবে না, যেদিন কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে না। (ইবরাহীম ৩১)

সময় থাকতেই দান করতে হয়।

“একজন লোক এসে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দান সওয়াবের দিক থেকে বড়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি সুস্থ থাকো, সম্পদের প্রতি লোভ থাকে, তুমি দারিদ্রের ভয় করো এবং ধনী হওয়ার আশা রাখো, সেই সময়ের দান। সুতরাং তুমি দান করার জন্য মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেনা। তখন তো তুমি বলবে এই সম্পদ অমুকের জন্য, এই সম্পদ অমুকের জন্য, অথচ তখন তো সম্পদ অমুকের হয়েই গেছে।” (সহিহুল বুখারীঃ ১৩৩০)

‘আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ অনুশোচনা করে বলতে হবে, হে ‘পরোয়ারদেগার, আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্যে অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতাম। কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকেফহাল।’ (মুনাফিকুন ১০ - ১১)

কখন দান করবে?

কখন দান করবে?

কোন সাদাকা সেরা?

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকা সবার সেরা?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন- جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

অর্থসম্পদ যার কম, যে অসচ্ছল, কষ্ট করে সে যা দান করে (সেটাই সর্বোত্তম সদকা)। আর তুমি তোমার অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করো। -সুনানে আবু দাউদঃ ১৬৭৯

এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকায় সবচেয়ে বেশি সওয়াব হবে? রাসূলুল্লাহ সা উত্তর দিয়েছেন-

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

যখন তুমি সুস্থ-সবল, তোমার উপার্জিত সম্পদ তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে চাচ্ছ, অভাবে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তোমার রয়েছে, তুমি সচ্ছলতার স্বপ্নও দেখ-এমন পরিস্থিতিতে তুমি যে দান করবে (সেটাই তোমার জন্যে অধিক প্রতিদান বয়ে আনবে)। (দান-সদকার ক্ষেত্রে) তুমি এতটা বিলম্ব করো না যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল আর তখন তুমি বলতে থাকলে-এটা অমুকের, এটা তমুকের। শোনো, এটা তো তখন অন্যদেরই হয়ে যায়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩২

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রা. থেকে বণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

মূসা ইবনু ইসমা'ঈল (রহঃ) ... হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকা করা উত্তম। যে ব্যাক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। ওহায়ব (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-১৩৪৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি দাসমুক্তির জন্যে ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি কোনো মিসকীনকে সদকা করেছ, আরেকটি দিনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ। এসবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিদান সেটাতেই পাওয়া যাবে, যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৯৫

আলহামদুলিল্লাহ!